গুরুদেবের ৮৪ বছরে পদার্পণ

কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না যে, গুরুদেব প্রকৃতপক্ষে কি! ৮৪ বছরের দোরগোড়ায় গুরুদেব আসীন। তাঁর স্বাস্থ্য আগের মত নেই। খুব সন্তর্পণে তিনি তাঁর বল সঞ্চয় করে চলেছেন, কোন অহেতুক চাপ না নিয়ে নানা কাজের ফাঁকে তিনি বিশ্রাম নেন এবং অগ্রাধিকার অনুযায়ী কাজ নির্ধারণ ও নিরূপণ করেন। দিনের শেষে তাঁর কোন কাজ বাকী পড়ে থাকে না। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, কি করে তিনি আমাদের সব মেইলের জবাব দেন অথবা অসহায় অভ্যাসীর সঙ্গে কথা বলেন।

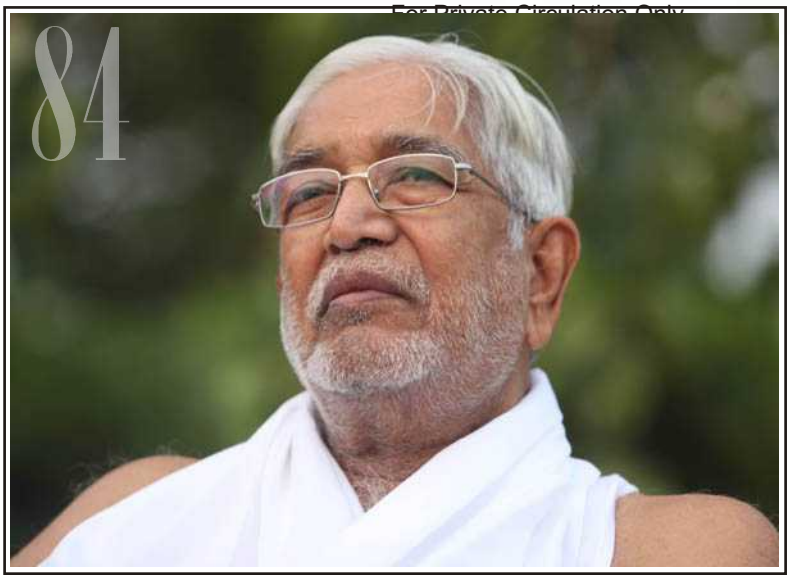

গুরুদেব সহাস্যে নানারকমের চিকিৎসাপথ্য গ্রহণ করেন – কখনও কখনও যারা চিকিৎসা করছেন, তাদেরকে খুশী করতেও দেখা যায়। প্রখর রোদের তেজ থেকে বাঁচার জন্য তিনি আজকাল কালো চশমা ব্যবহার করেন। ভ্রাঃ সংবীর ও নাতি ভার্গব ই–মেইলের উত্তর দিতে তাঁকে সহায়তা করে। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেলেও তাঁর আত্মিক ইন্দ্রিয়বোধ একেবারে তুঙ্গে। কারও উপস্থিতি তিনি চোখে দেখার চেয়েও অধিক অনুভব করেন।

খাবারের বাধা নিষেধ অনেক। কিন্তু তিনি রাজার মত খেতে বসেন, সবসময় কিছু অভ্যাসীকে সঙ্গে নেন। খুব নীরবে তিনি আহার গ্রহণ করেন (হয়তো তিনি উপস্থিত সঙ্গীদের উপর কাজ করেন) আবার কখনো প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত অর্থবহ আলাপচারিতায় মগ্ন হয়ে যান।

গুরুদেবের হাঁটাচলা খুবই কদাচিৎ, কিন্তু তিনি ওয়াকার এর সহায়তায় ঘরে ব্যায়াম করেন। যখনই তাঁর দৈহিক বল হ্রাস পায় তখনই ডঃ মোহনসিলভানের ডাক পড়ে, তার অভিনব মেশিনের সহায়তার জন্য। সহজ চিকিৎসাকেন্দ্রে দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সময় কাটান। তবে তিনি তাঁর স্বাস্থ্যের কোনও সমস্যা তেমন তুলে ধরেন না বরং এত শারীরিক সমস্যায় জর্জরিত অবস্থা বুদ্ধিদীপ্তভাবে সামলে নেন।

মিশনের ব্যাপক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের কাজের দায়িত্বও অনেক অনেক বেড়ে গিয়েছে। গলফ্ কার্টে ভ্রমণরত অবস্থায় অপেক্ষমান ভাই বোনেদের সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অভ্যাসীদের মানাপাক্কাম, তিরুপ্পুর ও কোলকাতায় গুরুদেবের অবস্থানকালীন দিনগুলোতে সঙ্গে থাকার জন্য উৎসাহিত করা হয়। আশ্রমে অনেক অভ্যাসীর সমাবেশ গুরুদেবকে খুবই উৎফুল্ল রাখে এবং তিনি ঘন ঘন সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

ওমেগা স্কুল, সৎ কোল আশ্রম CREST এ সবই গুরুদেবের অনুপম সৃষ্টি – – অন্যান্য আশ্রমের মত তারাও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রবল শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করেও তিনি সেসব স্থানে সময় দেন। তবে হ্যাঁ, তিনি বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ রেখেছেন কারণ দীর্ঘসময় বিমানে বসে থাকতে তাঁর কষ্ট হয়।

গুরুদেব শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন, তা সে ওমেগা স্কুলের ছাত্রই হোক অথবা অভ্যাসী বাবা মার সঙ্গে আসুক। তাদের সঙ্গে কথা বলা, ছোট বাচ্চাদের নামকরণ করা, বড়দের সঙ্গে মজার কথা বলা অথবা হাতের ছড়ি দিয়ে মাথায় স্পর্শ করা এসবই নিরন্তর চলতে থাকে। নতুন প্রজন্ম ইতিমধ্যেই অগ্রসর হতে শুরু করেছে। গত পঁচিশ বছর ধরে দু–হাজারের বেশী সহজ মার্গ বিবাহ সম্পন্ন করানোর জন্য ধন্যবাদ।

প্রাণে মনে গুরুদেব সতত প্রাঞ্জল ও তারুণ্যে ভরপুর। যদিও তিনি সম্প্রতি দাড়ি রেখেছেন, তবে তা বাবুজীর থেকে ছোট। প্রথম প্রথম আমাদের একটু কেমন কেমন লাগতো, কিন্তু এখন তাঁকে বেশ মনোমুগ্ধকর দেখায়। অনেকদিন আগে গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর এক কাকীমা তাঁকে বলতেন, 'তোমার মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। তুমি নব্বই বছরে পা দিলেও তোমার মোহনরূপ সঞ্জীবিত থাকবে'। তাই সেক্সপীয়রের ভাষায় বলতে হয় ––– 'তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্য যেমন বয়সের ভারে ম্লান হতে পারে না, তেমন জীর্ণতাও অবসন্ন করতে পারে না'।

– ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই

গুরুদেবের জীবনের একটা দিন

সর্বক্ষণের সাথী নাতনি মাধুরীর চোখে গুরুদেবের রোজকার রুটিন –

সকাল ৪.৩০ – রাতের ঘুমের বিঘ্নতা সত্বেও গুরুদেব ঘুম থেকে উঠে পড়েন। সকালের ধ্যানের জন্য সত্বর তিনি তৈরী হয়ে নেন।

সকাল ৫.৩০ – সকালের ধ্যান শেষ করেই তিনি বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে পড়েন, কফি সহযোগে প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধতা উপভোগ করার জন্য। তাঁর এই সময়সূচী অনুমান করে অভ্যাসীরাও গুটিগুটি পায়ে আসতে শুরু করেন। তিনি সানন্দে তাদের স্বাগত জানিয়ে পাশে বসতে বলেন।

সকাল ৬.১৫ – ইতিমধ্যে তিনি তাঁর কফি শেষ করে অফিসে যান দিনের কাজ শুরু করতে। প্রাত্যহিক ই–মেইল দিয়ে শুরু করেন ও অক্লান্তভাবে তিনি সব মেইলের জবাব দিতে থাকেন।

সকাল ৭.০০ – অন্য কেন্দ্রের দুজন প্রশিক্ষক তৈরী করেন। শেষ করতেই আট্‌টা বেজে যায়, যা তাঁর প্রাতঃরাশের সময়।

সকাল ৮.৩০ – গুরুদেব প্রাতঃরাশ শেষ করে নিজের ঘরে চলে যান এবং সেখানে উপস্থিত অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং নব–বিবাহিত দম্পতি, যাদের জন্মদিন ও শিশুদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উপস্থিত সকলকে তিনি ন'টার সময় সিটিং–এর প্রতিশ্রুতি দেন।

সকাল ১০.০০ – সিটিং শেষ করে তিনি অফিসে যান এবং কেন্দ্রিয় প্রশাসন, আশ্রম, অর্থকরী বিষয়ক ও নতুন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখেন। এরপর কয়েকজন গুরুত্বপুর্ণ অধীক্ষকের সঙ্গে দেখা করেন।

সকাল ১১.৩০ – মধ্যাহ্নভোজের আগে তিনি তাঁর কম্পিউটারে এক ঘন্টা রাশিয়ান ভাষণ চর্চা করেন।

দুপুর ১২.৩০ – ঘটনাচক্রে, তিনজন রাশিয়ানকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাদের সঙ্গে ভাষাচর্চা করে বেশ আনন্দ উপভোগ করেন।

দুপুর ১.৩০ – প্রাণীজগতের উপর একটা ছোট তথ্যচিত্র উপভোগ করেন।

দুপুর ২.৩০ – কিছুসময় ঘুমানোর জন্য নিজের শয়নকক্ষে যান। ঘুমানোর আগে কিছুসময় বই পড়েন।

বিকেল ৫.০০ – ঘুম থেকে উঠে আধঘন্টা শ্বাসক্রিয়া অনুশীলন করে কফি পানের জন্য তৈরী হন। এরপর মানাপাক্কাম আশ্রমের ভিতর গল্‌ফ্‌ কার্টে পরিভ্রমণ করেন, উপস্থিত অভ্যাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নতুন সভাকক্ষের নির্মাণকার্য পরিদর্শন করেন। চলার পথে ক্যান্টিনের কাছে দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে কিছু খান।

বিকেল ৫.৩০ – বাগানের বাইরে বসে অভ্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। সাহজাহানপুরে বাবুজীর সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কতক স্মৃতিচারণ করেন। এরপর ১৫ মিনিটের সিটিং দিয়ে অফিসে সন্ধ্যাবেলার কাজের জন্য ফিরে আসেন।

সন্ধ্যা ৭.৩০ – নতুন ই–মেইলের উত্তর দিয়ে, নিজের ডাইরী লিখে গুরুদেব রাতের খাবার খওয়ার জন্য তৈরী হন।

সন্ধ্যা ৮.৩০ – রোজকার সিনেমা দেখার সময়। একজন অভ্যাসীর কাছ থেকে নিজের পছন্দমত একটা সিনেমা বেছে নিয়ে উপস্থিত সকলের সঙ্গে তা দেখেন।

রাত ১০.৩০ – দিনের সব কাজ শেষ করে ঘুমাতে যান।

তিরুপ্পুরে গুরুদেব

১৬এপ্রিল গুরুদেব তিরুপ্পুরে ডায়মন্ড্ ডায়মন্ড জুবিলি পার্কে যান। ১৮ এপ্রিল, ৭.৩০ মি, রবিবারের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রায় ৩০০০ জন অভ্যাসী সেখানে উপস্থিত ছিলেন । সন্ধ্যাবেলা তিনি চেট্টিপালায়ামে যোগাশ্রম পরিদর্শন করেন । আশ্রম ও গুরুদেবের কুটিরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রশংসা করেন। কিছু সময় সেখানে কটিয়ে তিনি ডি.জে.পার্কে ফিরে আসেন।

১৯এপ্রিল সন্ধ্যায় গুরুদেব কানগেয়াম আশ্রমে যান। তিরুপ্পুর থেকে ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত এই আশ্রম। মনোরম বাতাবরণে আশেপাশের কেন্দ্র থেকে আসা ৩০০ জন অভ্যাসীকে ধ্যানকক্ষের বাইরে নিম গাছের তলায় গুরুদেব সিটিং দেন।

২৩এপ্রিল সমবেত ৩০০০ অভ্যাসীকে রবিবারের সৎসঙ্গে সিটিং দেন। রোজ সন্ধ্যায় তিনি বাগানে বসে মনোরম দৃশ্য ও মৃদু বাতাস উপভোগ করতেন।

গুরুদেবের অবস্থানকালীন বাবুজী মহারাজের জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি জোর কদমে এগিয়ে চলছিল । নানা কেন্দ্র থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবীরা উৎসবের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত ছিল । প্রায় ১৫০০০ অভ্যাসী বসার মত এক ধ্যানকক্ষ তৈরী হয়েছিল।

পূজ্য বাবুজী মহারাজের জন্মদিন পালন ২৯এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। ডি.জে পার্ককে দারুণ দেখাচ্ছিল। ধ্যানকক্ষ সহ গুরুদেবের মঞ্চ সুন্দরভাবে সাজান ছিল । ৯০০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচলনা করেন। সৎসঙ্গের পর তিনি বই, CD, DVD প্রকাশ করেন।

৩০এপ্রিল সন্ধ্যা ৫–১৫ মিনিটে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । এরপর পুনে কেন্দ্র থেকে আসা অভ্যাসীদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং গুরুদেবের দৃষ্টি বিষয়ে অভ্যাসীরা কি আশা করেন সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন গুরুদেবের সঙ্গে থাকাকালীন একজনের উচিত অহংকারশূন্য অবস্থায় থাকা এবং গুরুদেবের কাছ থেকে কিছুই আশা করা উচিত নয়।

৫ মে তিনি কোয়েম্বাটোর আশ্রমে যান। সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ১০০০ জনেরও বেশী অভ্যাসী সৎসঙ্গে অংশ নেন

সন্ধ্যায় তিনি কোয়েম্বাটোর থেকে মালামপুঝায় পৌঁছান। মালামপুঝার বাতাবরণ ছিল বেশ গরম ও আদ্রতাপূর্ণ। গুরুদেব সেখানে একরাত থাকার প্রস্তুতি নিয়ে যান এবং পরদিন প্রাতঃরাশের পর রওনা হওয়ার পরিকল্পনা করেন । কিন্তু পরদিন হাতীর জন্য রাস্তা বন্ধ থাকায় তাঁকে একদিন থেকে যেতে হয়। তিনি বলেন, " আমার বসের (বাবুজী) ইচ্ছা আমি এখানে একটা দিন থাকি।"

৭মে গুরুদেব তিরুপ্পুরে ফিরে আসেন এবং ৯মে রবিবার সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ১৫০০ অভ্যাসী সেদিন ডি.জে.পার্কে উপস্থিত ছিলেন।

১০মে গুরুদেব বিভিন্ন কেন্দ্রের অভ্যাসীদের আমন্ত্রণ জানান তিরুপ্পুরে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য । রাজাপালায়াম. শ্রীভিল্লীপুথুর, হায়দ্রাবাদ ও মাদুরাই–এর সব কেন্দ্রের অভ্যাসীরা ১১মে থেকে ডি.জে.পার্কে সমবেত হতে শুরু করেন।

১১মে থেকে ১৬মে পর্যন্ত গুরুদেব সকালে ৬.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রায় ১৫০০ অভ্যাসী নানা কেন্দ্র থেকে সমবেত হন। ১৬মে সন্ধ্যায় গুরুদেব উপস্থিত অভ্যাসীদের তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান ও প্রাণাহুতির মাধ্যমে প্রদেয় সম্পদকে হৃদয়ে নিয়মিত সাধনা ও দশসূত্র পালনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করতে বলেন। সবশেষে তিনি এহেন সমাবেশ ভবিষ্যতে আবার হওয়ার আশ্বাস দেন এবং অভ্যাসীদের ভালোভাবে তৈরী হয়ে আসতে বলেন যাতে তাদের হৃদয় অনেক অনেক গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

প্রায় মাসখানেক তিরুপ্পুরে থাকার পর তিনি ১৯মে কোয়েম্বাটোর রওনা হন এবং এক অভ্যাসীর বাড়ীতে থাকেন । সেখানে পরদিন সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

Malampuzha

Coimbatore

With LMOIS Students

Chennai

চেন্নাইতে প্রত্যাবর্তন

২১মে গুরুদেব সকাল সাড়ে এগারোটায় চেন্নাই ফিরে আসেন। প্রথম তিন সপ্তাহ তিনি 'গায়ত্রী' থেকে মানাপাক্কাম আশ্রম যাতায়াত করেন। দীর্ঘদিন পর ২৩মে চেন্নাই অভ্যাসীরা রবিবারের 'সৎসঙ্গ' সিটিং গুরুদেবের কাছ থেকে পান। নিজের বাড়িতে থাকাকালীন গুরুদেব দু–একদিন 'মেরিনা বীচে' তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ যান এবং সমুদ্রতীরের স্নিগ্ধ বাতাবরণ উপভোগ করেন।

লালাজী মেমোরিয়াল স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রীরা ম্যাট্রিকে দারুণ ফল করেছে। শতকরা ১০০ জনই উত্তীর্ণ হয়েছে। ২৮মে গুরুদেব স্কুলে গিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান। সেদিনের হর্ষমুখর সন্ধ্যা সাবলীল বার্তালাপে জমজমাট ছিল। ছাত্র–ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি নজর দিতে। গুরুদেব বলেন, "আমি সবসময় ছাত্রদের বলি, ক্লাসে প্রথম হওয়ার দরকার নেই। যদি প্রথম হও, তাহলে লোকে তোমার কাছে আরও বেশী করবে। আমাদের সময় এইসব প্রথম, দ্বিতীয় হওয়ার ব্যাপারগুলো ছিল না। আসল ব্যাপার হল বিষয় সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।" স্কুল–কলেজের পান্ডিত্য ও পেশাগত উন্নতির দিকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং সেবা, সুস্বাস্থ, ভালো ব্যবহার সম্বলিত এক পূর্ণ মানের জীবন গড়ে তোলা ও সুখী থাকা আদর্শতার পরিচায়ক।

৬ই জুন গুরুদেব আটটি বিবাহ সম্পন্ন করান এবং সারাদিন অভ্যাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনোল থেকে গুরুদেবের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্য ৭জুন আসেন। রোজকার রুটিন থেকে সরে এসে ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি 'রুচি কাফে'তে আহার করেন। অভ্যাসীরা তাঁকে ঘিরে রাখলেও যথেষ্ট নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখেছিল। একই নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল যখন গুরুদেব বাড়ি থেকে আশ্রম আসেন এবং অন্ধ্রের ১২০০ অভ্যাসী তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। আশ্রমে সান্ধ্যকালীন পরিভ্রমণের সময় গুরুদেব নির্মীয়মান সভাকক্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। মানাপাক্কামে দূর থেকে আগত অভ্যাসীদের জন্য লাগাতার তিনদিন গুরুদেব ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

১২জুন অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আগত ৬০ জন অভ্যাসীর সঙ্গে বার্তালাপের সময় নানা প্রশ্নের জবাব দেন এবং মধ্যহ্নভোজের পর বিদায় সম্ভাষণ জানান। ১৩জুন প্রায় ৫০০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে সকাল ৭.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও তারপর দুটো বিবাহ সম্পন্ন করান। অভ্যাসীদের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তার সময় গুরুদেব ঐশী সচেতনতার উপর জোর দেন, "ধ্যানের সময় প্রত্যেক অভ্যাসীর পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা হয় এবং প্রত্যেকেই সঠিক। এর কারণ হল দিব্যতার আভাস আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ও আমাদের সঙ্গে এক সুমধুর সম্পর্কে বিরাজ করছে। এ হল সব সত্ত্বার দিব্য কম্পনে অনুরণনের এক মেল বন্ধন, যেমন বীণার তারে হয়ে থাকে, আর এই হল দিব্যতা অর্জনের প্রকৃত সত্য।" উপস্থিত সকলে সিটিং–এর পর এহেন বার্তালাপে একদম ডুবে গিয়েছিল।

New Responsibilities

Br. K. T. Manjunath	Director, Retreat Centre Panshet, Pune
Br. Dr. A. Perumal	Director, CREST, Bangalore

Zone-in-charge

Br. Seshadri Venkatadri	Karnataka South
Br. T.V. Vishwanath Rao	Tamil Nadu South
Br. Manoj Tiwari	Bihar & Jharkhand
Br. S. Prakash	Tamil Nadu North

Centre-in-charge

Br. Prabhakar Ravoori	Bangalore
Br. Shekhar Roy	Bhubaneswar

Regional-in-charges

Br. Prasanna Krishna	Oceania
Br. N. S. Nagaraja	Europe
Br. Sharat Hegde	The African Continent & the Indian Ocean Islands
Br. Nitin Govilla	Far East & South East Asia
Br. Vinod Mishra	China
Br. William Waycott	Latin America & the Carribean
Br. Santosh Sreenivasan	Canada & the USA
Br. Sridhar Cadambi	Former CIS Countries
Br. Ashish Singh	South Asia (SriLanka, Bhutan, Pakistan, Nepal & Bangladesh)

অতীতের পানে চাওয়া

'ইয়ার্স ইন দ্য ওয়েস্ট' বইতে গুরুদেবের বক্তব্য সুচারুভাবে ছাপা হয়েছিল, যখন ১৯৭২ সালে তিনি গুরুদেবের সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণে যান। তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল

ইজিপ্ট: ১৯৭২ সালের ১৬ এপ্রিল বাবুজী সাহজাহানপুর থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। ২০ এপ্রিল আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে বম্বে রওনা হন এবং সেখান থেকে পরদিন কায়রো পৌঁছান।

ইটালী: রোমে নয় দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে অনেক অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করেন, তাদের বাড়ীতে যান এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের সিটিং দেন, নানা প্রশ্নের উত্তর দেন এবং প্রশিক্ষক তৈরী করেন। স্থানীয় এক সমাবেশে গুরুদেব সহজ মার্গের আলোকে 'ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা'র উপর ভাষণ দেন।

ফ্রান্স: ২৯এপ্রিল। তাঁরা নাইস, মার্সেলিস, লি–বুয়েস্ট এবং প্যারিসের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। জনৈক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে বার্তালাপের সময় পুরোপুরি ডুবে যান। ঐ ভদ্রলোক অনেক বছর আগে একজন সশরীরি লামার সঙ্গে কিছু বছর অতিবাহিত করেন ও তাঁর নির্দেশে তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করার সাধনা অনুশীলন করেন। বাবুজী নিজেকে পর্যালোচনা করার জন্য তাঁকে বলেন। উত্তরে ভদ্রমহোদয় বলেন, তাঁর মনে হল সতত তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। বাবুজী তা মেনে নেন। এরপর ঐ ব্যক্তি বাবুজীকে প্রাণহুতি দেন, যা বাবুজী স্বীকার করে বলেন যে, তাঁর সেই ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর নিষ্ঠা ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনে বাবুজী খুব মুগ্ধ। তিনি বারবার তাঁর প্রশংসা করেন।

ডেনমার্ক: বাবুজী ও গুরুদেব কোপেনহেগেন পৌঁছালে অভ্যাসীরা বিপুল সম্বর্ধনা জানায়।

১২ মে ড্যানিশ রেডিওতে বাবুজীর এক সাক্ষাৎকার নেয়, যেখানে গুরুদেবও অনেক বিষয়ের উত্তর দেন। নানা দেশ থেকে অনেক অভ্যাসীরা বাবুজীকে দেখতে ডেনমার্কে আসে। স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কোপেনহেগেনে জনসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে সহজ মার্গের পরিচিতি করান হয়। প্রায় ৩০০ জন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

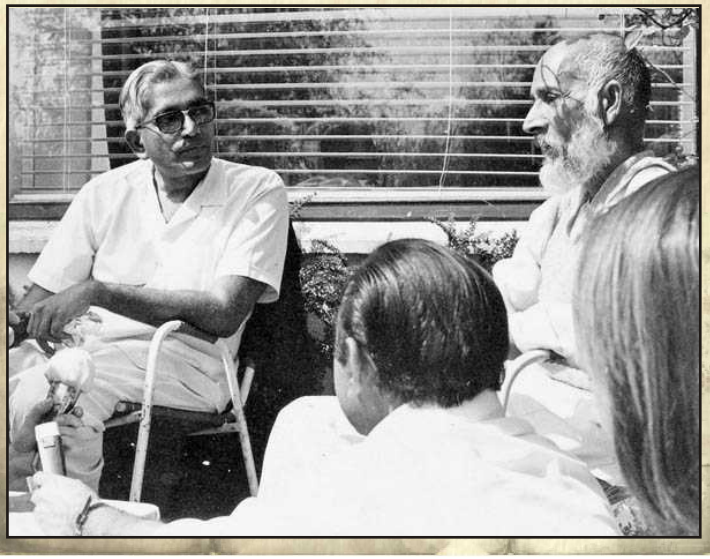

VBSE প্রশিক্ষণ কর্মশালা, চেন্নাই

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে দক্ষিণ অঞ্চলের অভ্যাসীদের জন্য তিনদিনের এক কর্মশালা বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫ জন অভ্যাসী এই কর্মশালায় যোগ দেন, যার মধ্যে প্রায় এক ডজন শিক্ষক ও তিনজন অধ্যক্ষ উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। LMOIS ও SMRTI - র যুগ্ম সহযোগিতায় তৈরী নতুন সিলেবাসের উপর আলোচনা হয় এবং ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামত জানতে চাওয়া হয়।

সিলেবাস তৈরীর পথে এবং আশা করা হচ্ছে প্রাথমিক স্কুলের সিলেবাস সত্বর তৈরী হয়ে যাবে।

VBSE গ্রীষ্মকালীন শিবির, ভোপাল

৮ ও ৯ মে ২০১০। ভোপাল কেন্দ্রের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী VBSE গ্রীষ্মকালীন শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৭৬ জন শিশু শিবিরে যোগ দেয়, যার মধ্যে ২৬ জন অভ্যাসী পরিবারের বাইরে থেকে আসা।

প্রথম দিন শিশুদের গোলাপ দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এরপর 'নিজেকে প্রকাশ করো' কার্যসূচীর মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিচয় দেয়। ছোটদের ভালো ও খারাপ অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে এক রূপক নাটিকা পরিবেশন করা হয়, যা ছোটরা মন দিয়ে উপভোগ করে। ঈশ্বর, গুরু ও আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বোঝানোর জন্য এক ছোট পরিবেশনা পরিবেশিত হয়। শিশুরা নৌকা বানানো ও অরিগামী অনুশীলন খুব উপভোগ করে।

দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল 'প্রকৃতির কাছাকাছি' – যার পাঁচটি মূল উপাদান – বায়ু, পৃথিবী, অগ্নি, জল ও ব্যোম তত্বের উপর বর্ণনা করা হয়। সময় ব্যবস্থাপনা, মনের বিশুদ্ধিকরণ, পুতুলের মাধ্যমে – নানা পরিস্থিতি সামলানোর কলা প্রদর্শন, অরিগ্যামী খেলনার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ তুলে ধরা, জল সংরক্ষণ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবিক মূল্যায়নের স্বীকৃতি নানা উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। প্রত্যেক শিশুকে অংশগ্রহণ করানোর জন্য তাদেরকে ছোট নাটিকা পরিবেশন করতে বলা হয়, এছাড়াও রাইম্‌স্, গান, সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। শিশুদের মিশনের প্রার্থনা সকালে ঘুম থেকে উঠে ও রাতে শোবার সময় করতে বলা হয়। CIC ভ্রাঃ প্রভাকর দাসের বক্তৃতার পর শিশুদের হাতে ছোট উপহার তুলে দেওয়া হয়।

VBSE কার্যক্রম

১২ থেকে ১৭ এপ্রিল মুজাফ্‌ফর্‌পুর কেন্দ্রের নানা স্থানে অনেক VBSE কার্যক্রম ও মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয় । সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন শ্রী আর.এস.চৌহান, লেঃ কঃ ডঃ মধু চোপরা, গাজিয়াবাদের ডঃ চন্দ্রকান্তা, শ্রীমতি মধু রোহিলা, কঃ অনিল কুমার এবং মুজাফ্‌ফর্‌পুর কেন্দ্রের CIC ভ্রাঃ সঞ্জীব ভারতী । এই কার্যক্রমের সুপ্রভাব স্থায়ী করার জন্য দলটি কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক ও সেনাবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন।

১২ এপ্রিল পাটনা কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে VBSE কার্যক্রম শুরু হয়, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের ZIC ভ্রাঃ জি.এম. ভাটনগর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী যোগ দেন।

১৩ এপ্রিল দলটি মুজাফ্‌ফর্‌পুর কেন্দ্রের দয়ালু সিং কলেজে এক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

মুজাফ্‌ফর্‌পুরের ১৫১ INF Bn (TA) JAT এ ১৮ এপ্রিল এক মুক্ত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে ডঃ চন্দ্রকান্তা ও ডঃ মধু রোহিলা VBSE র গুরুত্ব তুলে ধরেন । প্রায় ১২৫ জন শ্রোতা এতে অংশগ্রহণ করেন । হোলি মিশন সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গে ১৫ এপ্রিল দলটি এক আকর্ষণীয় ও ফলদায়ক মত বিনিময় করে । কঃ অনিল রোহিলা শ্রোতাদের অধ্যাত্মিকতার প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত করেন।

১৬ এপ্রিল মালিঘাট DAV স্কুলে এক VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । প্রায় ৫০ জন শিক্ষক এতে যোগ দেন।

১৭ এপ্রিল মধুবনীতে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় । এতে VBSE কার্যক্রমে যোগদানকারী ৬০ জন শিক্ষকও যোগদান করেন।

জামনগরে এই হল তৃতীয় বারের VBSE কর্মশালা, যা ৫ মে থেকে শুরু হয় মূলতঃ ৫ – ১৩ বছরের শিশুদের নিয়ে। ৮০ জন যোগদানকারী বাচ্ছাদের মধ্যে ৪০ জন নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকে । কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয় যেমন – গুরু, ঈশ্বর, প্রেম, প্রার্থনা, নিয়মানুবর্তিতা ও বিনম্রতা । প্রত্যেকদিন প্রার্থনা বলার পর বাচ্ছারা তাদের পছন্দমত খেলায় অংশ নেয়।

কর্মাশালার শেষ দিনে, অংশগ্রহণকারী বাচ্ছাদের অভিভাবকদের ধ্যান কক্ষে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় । ১০০ জনেরও বেশী লোক শিশুদের পরিবেশনা দেখতে উপস্থিত হন । অংশগ্রহণকারীদের গোলাপের চারা উপহার দেওয়া হয়, যা সৌন্দর্য ও যত্নের প্রতীক । অভিভাবকরা লক্ষ্য করেছেন যে, কর্মশালায় যোগদানের পর শিশুরা দূরদর্শন দেখা কমিয়ে দিয়েছে । তারা সকালে, দুপুরে খাওয়ার আগে, রাতে ঘুমানোর আগে প্রার্থনা করতে শিখেছে।

মধ্যপ্রদেশের বিদিশা কেন্দ্রে ১৫–১৬ মে দু–দিনের VBSE গ্রীষ্মকালীন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'ঈশ্বর ও গুরু' এবং 'বিনম্র হও ও অপরকে শ্রদ্ধা করো'। ডঃ অঞ্জলি ও ভ্রাঃ প্রমোদ তাদের স্বেচ্ছাসেবী দল নিয়ে নানা ছোট নাটিকা, ক্রীড়া ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষামূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যবোধ তুলে ধরেন। দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'নিয়মানুবর্তিতা' যা নানা ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। শিশুদের শারীরিকভাবে শক্ত–সমর্থ থাকার জন্য যোগ ব্যায়াম শেখনো হয়।

জাওরা

১২ – ১৩ মে ইন্দোরের জাওরাতে এক VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। জৈন যুব–গোষ্ঠি আয়োজিত ৯ দিন ব্যাপী আবাসিক শিবিরের এক অংশ হিসেবে এই কার্যসূচী যুক্ত হয়।

শিবিরের শেষের দুদিন VBSE কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । দশজন স্বেচ্ছাসেবীর একটা দল এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পুরো অনুষ্ঠান পাঁচ ভাগে ভাগ করে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়– প্রেম, শ্রদ্ধা, আদান–প্রদান, শ্রবণ করা, সহযোগিতা ও ভাগ করে নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর । মূল্যবোধের উপর চর্চা তিনটি অধিবেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, যেমন – 'ব্যক্তিজীবনে মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা', 'পারিপার্শিক অবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া', এবং 'তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন' ইত্যাদি।

সমাবেশে ১৩–১৬ বছরের ৪০ জন শিশু উপস্থিত ছিল । ডঃ যামিনী কারমারকার ও ভ্রাঃ রাজেশ রাভেরকার প্রথম অধিবেশন পরিচালনা করেন, যা কিনা নানা পরীক্ষামূলক উপস্থাপনায় পরিপূর্ণ ছিল । সবশেষে শিশুদের অভিমত – এ হল একমাত্র মূল্যবোধ যা আমাদের প্রগতি ও আনন্দ এনে দিতে পারে।

ভাবের আদান–প্রদান অনুধাবন ও সেইমত চলার এক বাস্তবানুগ অধিবেশনে সুস্বাস্থ্য, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিফলতা হল সফলতার একটা

ধাপ, সংযমী মানসিকতা, অগ্রজদের শ্রদ্ধা করা, আদান–প্রদান, সহযোগিতা, অপরকে সেবার জন্য সচেতন থাকা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত অনুশীলন করা হয়।

ভ্রাঃ শেখর শর্মা, ভঃ প্রীতি শর্মা ও ভঃ বিনীতা রাভেরকর নানা কাহিনী, ছোট ছোট ক্রীড়া, বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। হাসি কান্না মেশানো অধিবেশনে আসল বক্তব্য সকলের কাছে পৌঁছে যায়।

তৃতীয় অধিবেশনে ঐশ্বরীক সম্পর্কিত মূল্যবোধ আলোচিত হয়। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিরাজমান, তাঁর প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা, অপরের প্রতি প্রেম নিবেদন, শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে ও প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের চারটি দলে ভাগ করে কিছু বিষয়ের উপর তাদের অনুভব ব্যক্ত করতে বলা হয়। এই অধিবেশন পরিচালনা করেন ভ্রাঃ বিনোদ শাঠে, ভ্রাঃ শ্রীরাম দ্রাবিড়, ভ্রাঃ রাজেশ।

শিশুরা তাদের জীবনে কি কি পরিবর্তন আনতে চায় তার এক তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়। বিষয়টি সংক্ষিপ্ত হলেও যথেষ্ট বাস্তবানুগ। শিশুদের প্রত্যুত্তর স্বেচ্ছাসেবীদের যারপরনাই খুশী করে। খোলা মন, নমনীয়তা ও দিব্যতার মত মূল্যবান সম্পদ যা গুরুদেব VBSE-র মাধ্যমে আমাদের দিয়েছেন তা তাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সংগঠকদের, সদস্য ও শহরের সমাজসেবীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমাদের মিশনের উপর এক সংক্ষিপ্ত তথ্য ভ্রাঃ রাজেশ পরিবেশন করেন।

নতুন জ্যোতির্কেন্দ্র

কাসারগড়, কেরল

কাসারগড় কেন্দ্রে গত ২ মে ২০১০, ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন হয়। কাসারগড় কেন্দ্র ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্থাপিত হয়। কাসারগড় শহর থেকে ১৬ কিমি দূরে বেলা গ্রামে তা অবস্থিত, যা, কেরল রাজ্যের অতি উত্তরে। চক্ষু হাসপাতালের অধিকাংশ সদস্য অভ্যাসী হওয়ায় ধ্যান কক্ষ হাসপাতাল ঐ চত্বরেই বিদ্যমান।

পায়ান্নুরের CIC ভ্রাঃ টি.ভি.কুনহিকান্নান সকাল ৭.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ৬০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভিত্তিপ্রস্তরের উদ্‌ঘাটন করেন এবং অভ্যাগতদের মধ্যে থেকে দু–একজন বক্তব্য রাখেন। শিশু ও কর্মীদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ কুনহিকান্নান তাঁর ভাষণে বলেন যে, এক কেন্দ্র হল আধ্যাত্মিকতা ও ভৌতিকতার এক প্রতিভূ। হাসপাতালের সভাপতি ভ্রাঃ নীলকন্ঠন সুস্থ জীবন নির্বাহের গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও পরিবেশগত নৈতিকতার গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। ভ্রাঃ জয়শঙ্কর মানবজীবনে সেবার গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। ভ্রাঃ উমেশ, ভ্রাঃ এন সুনীল ও ডঃ কে নারায়নন এবং শ্রী ফিলিপোজ এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সারাদিনের অধিবেশন গুরুদেবের প্রেম ও করুণা সিক্ত ছিল।

টিটোডি, সৌরাষ্ট্র

গুরুদেবের কৃপায় গত ২–৩ মাস মিশনের কাজকর্ম সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে খুব ভালোভাবে এগোচ্ছে, বিশেষ করে জামনগর থেকে দ্বারকা এলাকা। ১৩ জুন রবিবার, গুজরাটের ZIC ভ্রাঃ রাজেশ আগরওয়াল কান্ডালিয়ার কাছে টিটোডি পরিদর্শন করেন। সে সময় সেখানে মাত্র ৭ জন অভ্যাসী ছিল। অনিয়মিত অভ্যাসীদের সঙ্গে নিয়মিত অভ্যাসীদের যোগাযোগ করতে বলা হয়, ফলে গুরুদেবের আশীর্বাদে ২০ জন অভ্যাসী পুনরায় রবিবার সৎসঙ্গে আসা শুরু করেন। ২৫ জুন স্থানীয় অভ্যাসী ও গুজরাটের ZIC– র উপস্থিতিতে খাম্বালিয়ার CIC ভ্রাঃ ভাবিন প্যাটেল ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। টিটোডি সৌরাষ্ট্রের একটা ছোট্ট গ্রাম, যেখানে গত তিন বছর যাবৎ মিশনের কেন্দ্র রয়েছে। এই গ্রামের লোকসংখ্যা ২৫০০ জন।

বিশ্ব পরিবেশদিবসে জামনগরে বৃক্ষরোপণ

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশদিবস উপলক্ষ্যে জামনগর মেডিক্যাল কলেজের অভ্যাসীরা বৃক্ষ রোপণে উদ্যোগ নেয়। অন্যান্য অভ্যাসীদের উপস্থিতিতে তারা সেখানে বৃক্ষ রোপণ করে। জামনগর কেন্দ্রের CIC ভ্রাঃ শচীন ব্যাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় জামনগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রীমতি হরসিদা পাণ্ডে ও শ্রীমতি সাহারা মাকওয়ানা ও ভঃ সাগোয়াকে আমন্ত্রণ জানান হয়। প্রায় ৪০ জনের বেশী শিশু ও তাদের মা বাবাদের ঐ অনুষ্ঠানে সাফল্যমণ্ডিত করতে উৎসাহ যোগান।

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যসূচী

গোয়ালিয়র

১৪–১৬ মে গোয়ালিয়র কেন্দ্রে গুরুদেবের আশীর্বাদে এক ATP –র আয়োজন করা হয়েছিল যাতে ৩১ জন অভ্যাসী অংশ নেয় । শিক্ষানবিশরা ১৪ মে একত্র হন এবং নিজেরা ব্যক্তিগত সিটিং নিয়ে নিজেদের তৈরী করেন । সন্ধ্যার সৎসঙ্গ সাতটায় পরিচালিত হয় । এরপর স্বাগত ভাষণ ও একটা নাটিকার মাধ্যমে প্রশিক্ষণে যোগদানকারী অভ্যাসীদের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী স্পষ্ট করে দেওয়া হয় ।

১৫ মে প্রথম দিনের অধিবেশনের ভাষণ সমূহের মধ্যে 'লক্ষ্য নির্ণয়ের গুরুত্ব' এবং 'ধ্যান ও সমবেত সৎসঙ্গ' উল্লেখযোগ্য । এরপর দলগত আলোচনা এবং আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় অধিবেশনে একই ধরণের কার্যক্রম বহাল থাকে, শুধু আলোচনার বিষয় ছিল 'সাফাই এবং ডায়েরী লেখা' । তৃতীয় অধিবেশন ছিল দশসূত্রের উপর যা পরবর্তীতে মতবিনিময় আলোচনাচক্রের রূপ নেয় । এই আলোচনায় প্রথম তিনটি সূত্রের উপর আলোকপাত করা হয় ।

১৬ মে প্রথম অধিবেশন আগের দিনের অধিবেশনের ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে এবং বাকী সাতটি সূত্রের উপর আলোচনা করা হয় । দ্বিতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা, দলবদ্ধ চর্চা, প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং এর জন্য নির্ধারিত বিষয় ছিল 'প্রার্থনা' এবং 'সতত স্মরণ' । তৃতীয় অধিবেশনে বক্তৃতার বিষয় ছিল 'প্রেম ও কৃতজ্ঞতা'।

প্রত্যেকদিন ভোর চারটায় দিনের শুরু হত । সকালের ধ্যান, অন্তর্পর্যালোচনা, সাহিত্য পাঠ, নীরবতা ইত্যাদি । সন্ধ্যায় ছিল ব্যক্তিগত সিটিং, সাফাই, বিশ্বজনীন প্রার্থনা এবং ভজন ।

দিল্লী

২৩ মে ২০১০ । আর কে পুরম আশ্রমে ATP প্রথম ভাগ অনুষ্ঠিত হয় । দিল্লী ও গুরগাঁও কেন্দ্র থেকে ৩৬ জন অভ্যাসী এতে অংশ নেয় । ভ্রাঃ জ্ঞান সারিন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ তথ্য পরিবেশন করেন । রবিবার সৎসঙ্গের পর সকাল ৯–৩০ মিনিটে অধিবেশন শুরু হয় এবং দুপুর ২–৩০ মিনিটে শেষ হয় । অংশগ্রহণকারীরা সহজ মার্গের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরে খুব খুশী । উপস্থাপনার রীতিশৈলী প্রশংসার দাবি রাখে ।

মীরজাপুর, ইউ. পি

ZIC ভ্রাঃ শ্যামজী মেহেরোত্রার উদ্দ্যোগে এই প্রথম ৬ জুন মীরজাপুর কেন্দ্রে প্রশিক্ষক ভ্রাঃ সুরেশ কুমার ত্রিপাঠীর বাড়িতে ATP অনুষ্ঠিত হল ।

৩২ জন অভ্যাসী এতে অংশ নেন এবং আধ্যাত্মিক সুফল আহরণ করেন । কানপুর কেন্দ্রের ডঃ অঞ্জু শ্রীবাস্তব লখনৌ কেন্দ্রের ভ্রাঃ সুলভ সোনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ তথ্য পরিবেশন করেন ।

যুবগোষ্ঠীর সদস্যদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করানোর উদ্দেশ্যই ছিল নবাগত অভ্যাসীদের যথাযথরূপে পদ্ধতির ধারার সঙ্গে সম্যক পরিচিত হতে সহযোগিতা করানো।

সাধনা, সাফাই এবং সতত সস্মরণের উপর আলোকপাত করা হয় যাতে অভ্যাসীরা পদ্ধতির বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে, যা আত্মমূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সহায়ক ।

নতুন অভ্যাসীদের জন্য কার্যসূচী, ইন্দোর, এম. পি

২৩ মে রবিবার । নতুন অভ্যাসীদের জন্য ইন্দোর কেন্দ্রে এক কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয় । অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হয় । একদল প্রশিক্ষক ও অধ্যাপক প্রত্যেক দলের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ভূমিকা পালন করেন । সাধারণ সমস্যা হল অভ্যাসী আজ্ঞা পালন করার আগেই সব কিছুর সূক্ষ্মতা বুঝতে তৎপর হয় ।

অধিবেশন শেষে সকলে অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ।

ধ্যান ও সাফাইয়ের উপর প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর দেওয়া হয় । দশসূত্রের উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয় যাতে তার গুরুত্ব সকলের বোধগম্য হয় ।

সাধনার উপর কর্মশালা, টেনকাশী, তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলী জেলার টেনকাশীতে গত ১৩ জুন 'সহজ মার্গ সাধনা'র উপর এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় । যদিও টেনকাশী খুব ছোট কেন্দ্র, তবুও ২১ জন অভ্যাসী, যার মধ্যে পুলিয়ানগুডি থেকে আসা ৬ জন অভ্যাসী এতে যোগ দেন । অভ্যাসীদের চারটি দলে ভাগ করে সাধনা বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় । সবশেষে প্রত্যেকে অনুভব করে যে তারা গুরুদেবের অনন্ত সুধায় একেবারে ডুবে ছিলেন । 'হুইস্‌পারে' বাবুজীর কথার এই হল জ্বলন্ত প্রমাণ যে 'আনন্দ ঐশী করুণা আকর্ষণ' করে । অভ্যাসীদের কাছে এ এক চিন্তা উদ্রেককারী কর্মশালা ছিল ।

২৪ জুলাই উৎসবের প্রস্তুতি, লখ্‌নৌ

আগামী ২৪ জুলাই, পূজ্য গুরুদেবের ৮৪ তম জন্মদিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। থাকার জায়গা, রান্নাঘর, স্টল সব একে একে তৈরী শেষের পথে। নতুন ধ্যান কক্ষ তৈরীর কাজ শেষ। রাস্তা তৈরীর কাজ প্রায় শেষ, নতুন বহুশয্যাবিশিষ্ট থাকার জায়গার নির্মাণকাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। বিশালকায় প্রবেশদ্বার আশ্রমের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে অনন্য। বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী সমাগমের আশায় সবরকম উন্নয়নমূলক কাজ একের পর এক চলছে। স্বেচ্ছাসেবীর দল দিনরাত পরিকল্পনামাফিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন
চিক্কানায়াকানা হালি, কর্নাটক।

চিক্কানায়াকানা হালি ও কার্নাটকের হুলিয়ার কেন্দ্র গত ১৩ জুন তাদের প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। চিক্কানায়াকানাতে এযাবৎ ৩৫ জন অভ্যাসী আর হুলিয়ারে ২০ জন অভ্যাসী রয়েছে। স্থানীয় অভ্যাসীদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

টুমকুর, তিপ্‌তুর, চিক্কানায়াকানা হালি এবং হুলিয়ারে প্রায় ৭০ জন অভ্যাসী সমবেত হন। 'সহজমার্গ জীবন নির্বাহের এক পথ'– বিষয়ের উপর সাধনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয। নতুন অভ্যাসীরা এখানে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের ছেদ টানা হয়।

৮ এপ্রিল চিক্‌মাগালুরে প্রশিক্ষক ভ্রাতা আর.এস.সত্যনারায়ণ তাঁর বাড়িতে এক সমাবেশের আয়োজন করেন এবং ৪০ জন অভ্যাসী তাতে যোগ দেন। 'হুইস্‌পার'এর বার্তা কানাড়া ভাষায় অনুবাদ করে পড়ে শোনানো হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর ডঃ নাগরত্ন, ভ্রাঃ রামচন্দ্র, ভ্রাঃ দিনেশ গোখলে, ভ্রাঃ ডঃ সতীশ, ভ্রাঃ দেবরাজ, ডঃ পরিমলা এবং ডঃ রাজাম্মা তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, কিভাবে সতত স্মরণ ও সাধনার মাধ্যমে তাদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে।

সমাবেশে কেন্দ্রের উন্নতির সিদ্ধান্ত নিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সন্ধ্যা ৬ টায় অনুষ্ঠান শেষ হলে কি করে এত সময় অতিবাহিত হল,তা কেউ জানতেই পারলো না।

ক্রীড়া দিবস, ভাদোদ্রা, গুজরাট

ভাদোদ্রা কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবীদের শিশুদের মধ্যে গত ৩০ মে এক খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। ভাদোদ্রা আশ্রমের মাঠে সৎসঙ্গের সময় তা অনুষ্ঠিত হয়। ৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের ২৫–৩০ জন শিশু এতে অংশ নেয়। শিশুদের বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। ১০০ মিটার দৌড়, চামচ দৌড়, আলু দৌড়, বস্তা দৌড় প্রভৃতি মজার মজার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিশুরা খুব আনন্দ উপভোগ করে এবং নিজেদের মধ্যে প্রবল একতা অনুভব করে। অভিভাবকরা এতে স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা পালন করে।

"তুমিই পরীক্ষার বিষয়, তুমিই পরীক্ষক আর তুমিই হলে সব পরীক্ষার ফল। গুরু ও মিশনকে তুমি যে প্রতিশ্রুতিই দাও না কেন তা বোকামী। এখানে কোন প্রতিশ্রুতি নেই, সব প্রতিশ্রুতি তোমার নিজেকেই। এই কথা যে মনে রাখবে, সে ভবিষ্যতে সেইভাবে সচতন হয়ে ব্যবহার করবে। যারা তা স্মরণ রাখবে না, বা সেইমত ব্যবহার করবে না, দুঃখের সঙ্গে বলতে পারি, তাদের ভবিষ্যৎ যারপরনাই বিবর্ণ"।

গৌহাটি আশ্রম

উত্তর পূর্বাঞ্চলের আসাম রাজ্যের রাজধানী গৌহাটি। এখানকার আশ্রম নতুন, তবে তিনসুকিয়া আশ্রম অতি প্রাচীন ও শ্রদ্ধেয় বাবুজী মহারাজের আশীর্বাদ পুষ্ট।

১৯৯৩ সালের ১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারী পূজ্য গুরুদেব এই গুয়াহাটি কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন। সেইসময় কল্যাণভবনে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদেব অনেকবার বলেছেন যে, আসাম তাঁর কাছে নতুন নয়। তাঁর কাকা শ্রীবর্ধন ভারতীয় বন–বিভাগে চাকুরী করতেন, সেই সূত্রে ছেলেবেলায় তিনি আসামে আসেন এবং মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে চলেন, এছাড়াও ঘোড়া ও হাতির পিঠেও ভ্রমণ করেন। জঙ্গল ও বিশালকায় নদী সম্বলিত গৌহাটি আজও তাঁর মনে দাগ কেটে আছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, যুব অবস্থায় তিনি, যেখানেই ভ্রমণ করেছেন, সেখানেই বাবুজীর কাজ পুরোদমে চলেছিল, আর আসাম তার ব্যতিক্রম নয়। বহিরাগত অভ্যাসীদের স্থানীয় ভাষা শিখে মিশনের কাজে যোগ দিতে, যাতে গুরুদেবকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়।

১৯৯৮ সালে শহরের বুকে ৬৫০০ বর্গফুটের একটা জমি কতক অনুদান হিসাবে পাওয়া যায় এবং বাকী অংশ কিনে নেওয়া হয়। এই জমিতে প্রথমে বাঁশের সুন্দর এক ধ্যান কক্ষ তৈরী হয়। তার আগে মাতৃমন্দির অনাথ আশ্রমের ঘরে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হত।

২০০৯ সালে স্থায়ীভাবে ১৬০০ বর্গফুটের ধ্যানকক্ষ সমন্বিত আশ্রম গড়ে ওঠে, যেখানে রবিবার সৎসঙ্গে ১০০ জন অভ্যাসী আরামে বসতে পারে। সুন্দর গুরুদেবের থাকার ঘর, রান্নাঘর, শিশুদের কর্ণার, তত্ত্বাবধায়কের ঘর, ছোট্ট সুন্দর বাগান দিয়ে আশ্রম পরিবেষ্টিত।

আশ্রমে মিশনের উৎসব ও অভ্যাসী প্রশিক্ষণ পরিচালনার মত যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। ২০০৪ সালে উত্তর–পূর্বাঞ্চল পরিক্রমার সময় ভ্রাঃ ইউ.এস. বাজপেয়ী গৌহাটিতে আসেন। এরপর ভঃ সীতা কুঞ্চিদাপাদম তিনদিন ব্যাপী VBSE কর্মশালা পরিচালনা করেন। ২০০৮ সালে ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই গৌহাটি তৈলশোধনাগারে ধ্যান প্রশিক্ষণের মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন।

বর্তমান অভ্যাসী সংখ্যা অনুযায়ী যদিও আশ্রমের স্থান যথেষ্ট তবুও ২০০৯ সালে আঞ্চলিক আশ্রম গড়ে তোলার জন্য বিমানবন্দরের কাছে বিরাট জমি কেনা হয়েছে। গুরুদেবের নির্দেশে 'সহজপুরম সোসাইটি'আঞ্চলিক আশ্রমের কাজ পরিচালনা করছে। এর বাস্তব রূপদানের জন্য এখনও অনেক কাজ বাকী। তাই এর দ্রুত প্রগতির জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.